بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর'আনিক দু'আ সমূহ: ৮

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা আম্বিয়া

ٱلرَّٰحِمِينَ	أَرْحَمُ	وَأَنتَ	ٱلضُّرُّ	مَسَّنِيَ	أَنِّي
"সব দয়ালুদের	সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু	আর তুমি	দুঃখ কষ্ট (অসুখে)	ধরেছে আমাকে	নিশ্চয়ই আমি"
"the Merciful (of)	Most Merciful (are)	and You	the adversity	has touched me	Indeed [I]"

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

“আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। ”আয়াতঃ ৮৩

"Indeed, adversity has touched me, and you are the Most Merciful of the merciful.“ -Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, হযরত আইয়ুব আ কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোআ করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা’আলা তাকে সুস্থতা দান করেন।দো’আর ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! কথিত আছে যে, আঠারো বছর দীর্ঘ পরীক্ষার পর তিনি আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং সুস্থতার সাথে সাথে ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দ্বিগুণ দান করলেন। (এর কিছু ব্যাখ্যা সহীহ ইবনে হিববান এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ ৪/২৪৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২০৮)
সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন- “আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।” পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোন জিনিসের দাবী নেই। তাতেই আল্লাহ খুশী হয়ে তার দোআ কবুল করলেন। পরবর্তী আয়াতে দোআ কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দু’আঃ সূরা আম্বিয়া

ٱلظَّٰلِمِينَ	مِنَ	كُنتُ	إِنِّي	سُبْحَٰنَكَ	أَنتَ	إِلَّآ	إِلَٰهَ	لَّآ
"সীমালঙ্ঘনকারীদের	অন্তর্ভুক্ত	ছিলাম	নিশ্চয়ই আমি	তুমি পবিত্র মহান	তুমি	ছাড়া	কোন ইলাহ	নেই"
"the wrongdoers	of	I am	Indeed, [I]	!Glory be to You	You	except	god	no (There is)"

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

“তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি। ”আয়াতঃ৮৭

"There is no deity except You; exalted are You. Indeed, I have been of the wrongdoers."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম নিজের জাতির উপর পালনকর্তার খাতিরে রাগান্বিত হয়ে এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে, আল্লাহর বিনা অনুমতিতে সেখান হতে পলায়ন করেছিলেন। যার কারণে আল্লাহ তাঁকে পাকড়াও করলেন এবং এক বড় তিমি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস বলেন, তাকে নিয়ে মাছটি সমুদ্রের গভীরে চলে গেলে সেখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম পাথরের তাসবীহ শুনতে পেয়ে তাসবীহ পড়ার কথা স্মরণ করলেন এবং তিনি সেই দোআটি করলেন। ইউনুস আলাইহিস সালামের দোআ প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “মাছের পেটে পাঠকৃত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর এই দোআটি যদি কোন মুসলিম কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা’আলা তা কবুল করেন।” [তিরমিযীঃ ৩৫০৫] যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বিপদে পড়লে এই দো‘আটি করতে পারে। এই দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদ মুক্ত করবেন বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী হতে পারি।কিন্তু কে বা কারা প্রথমে কুরআন হাদীসের এই শিক্ষার পরিবর্তন ঘটিয়ে খতমে ইউনুস নামে খতম আবিষ্কার করেছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে না থাকলেও অভিজ্ঞতার নামে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত চলছি।

দু’আঃ সূরা আম্বিয়া

Sisters' Forum In Islam.com

ٱلْوَٰرِثِينَ	خَيْرُ	وَأَنتَ	فَرْدًا	تَذَرْنِى	لَا	رَبِّ
"উত্তরাধিকারীদের	উত্তম	এবং তুমি	একাকী	আমাকে ছেড়ো	না	হে আমার রব"
"the inheritors (of)	Best [the] (are)	while You	alone	leave me	not (Do)	!My Lord"

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই৷ ” আয়াতঃ ৮৯

"My Lord, do not leave me alone [with no heir], while you are the best of inheritors.“ -Sahih International

<u>প্রেক্ষাপটঃ</u> যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্ৰ লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোআ করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন যে, পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা নবীসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, ওয়ারিশ বানানোর মালিক তো আপনিই। আপনিই তো দিতে পারেন। আপনার দ্বীন কখনও ধ্বংস হবে। না। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার বংশ এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হউক।

দু’আঃ সূরা আম্বিয়া (মিথ্যারোপ ও অপবাদ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা)

تَصِفُونَ	مَا	عَلَىٰ	ٱلْمُسْتَعَانُ	ٱلرَّحْمَٰنُ	وَرَبُّنَا	بِٱلْحَقِّ	ٱحْكُم	رَبِّ
"তোমরা বলছো	যা	উপর	সহায়স্থল	দয়াময়	এবং আমাদের রব	ভাবে ন্যায়	তুমি বিচার করে দাও	হে আমার রব"
"you attribute	what	against	the One Whose help is sought	the Most Gracious (is)	And our Lord	in truth	judge	!My Lord"

رَبِّ احۡكُمۡ بِالۡحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحۡمٰنُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ

হে আমার রব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিন, আর আমাদের রব তো দয়াময় তোমরা যা সাব্যস্ত করছ, সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই। সূরা আম্বিয়াঃ ১১২

"My Lord, judge [between us] in truth. And our Lord is the Most Merciful, the one whose help is sought against that which you describe."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ হযরত মুহাম্মদ সা এই দু’আটি করেছিলেন। ইসলামের বিজয় ও কুফরির পরাজয়। দু’আর পূর্বের আয়াতের আলোকে এ সময়টি কখন আসবে সেটা আমি(রাসূল সা) জানি না। অথবা আয়াতের অর্থ, আমি জানি না কখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এসে যাবে। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। অথবা আয়াতে আখেরাতের পাকড়াও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিনের সময় কেউ জানে না কোন পাঠানো নবী বা কোন ফেরেশতাও তা জানে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছো। তোমাদের সামলে উঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো। তিনি তো তোমাদেরকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন এবং দেখতে চাচ্ছেন যে তোমরা কি কর।তোমরা আমার সম্পর্কে যে বিভিন্নমুখী কথা বলছ বা আল্লাহর জন্য সন্তান থাকার কথা বলছ, এ সব কথার বিরুদ্ধে তিনিই দয়াময় এবং তিনিই সহায়ক।

দু’আ সমূহঃ সূরা মূমিনুন (মিথ্যারোপ ও অপবাদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা)

كَذَّبُونِ	بِمَا	أَنصُرْنِي	رَبِّ
"আমাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে	এ কারণে যে	আমাকে সাহায্য করো	হে আমার রব"
"they deny me	because	Help me	!My Lord"

رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। সূরা মূমিনুনঃ ২৬

"My Lord, support me because they have denied me."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ শির্ক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা নূহ আ এর জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকার তথা ইবাদতে শরীক করতো। অন্য আয়াত থেকেও সেটা সুস্পষ্ট হয়েছে।

নূহ আ ৯৫০ বছর দাওয়াত ও তবলীগের পর জাতির লোকেরা যখন দাওয়াত গ্রহন করে নাই বরং নূহ আ কষ্ট দিচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানালেন, ‘আমি অসহায় অতএব তুমি আমার সাহায্য কর।’ (সূরা কামার ১০ আয়াত) মহান আল্লাহ তাঁর দু’আ কবুল করলেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশ অনুযায়ী একটি কিশ্তী নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন।

দু’আ সমূহঃ সূরা মূমিনুন (নিরাপদে তীরে ভিড়ার বা অবতারণ দু’আ)

ٱلظَّٰلِمِينَ	ٱلْقَوْمِ	مِنَ	نَجَّىٰنَا	ٱلَّذِى	لِلَّهِ	ٱلْحَمْدُ
"সীমালঙ্ঘনকারী	জাতি	হ'তে	আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন	যিনি	জন্যে আল্লাহরই	সব প্রশংসা"
"'the wrongdoers	- the people	from	saved us (has)	Who	to Allah (be)	Praise"

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় হতে।সূরা মূমিনুনঃ ২৮

'Praise to Allah who has saved us from the wrongdoing people.'-Sahih International

ٱلْمُنزِلِينَ	خَيْرُ	وَأَنتَ	مُّبَارَكًا	مُنزَلًا	أَنزِلْنِى	رَّبِّ
"অবতীর্ণকারীদের (মধ্যে)	উত্তম	আর তুমি	কল্যাণকর	অবতরণস্থানে	আমাকে অবতরণ করাও	হে আমার রব"
those who cause to land (of)	the Best (are)	and You	blessed	a landing place (at)	cause me to land	My Lord"

رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۝

হে পরওয়ারদিগার ! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী। ”আয়াতঃ২৯

'My Lord, let me land at a blessed landing place, and You are the best to accommodate [us].' "-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যে, যখন মাটি হতে পানি বের হতে শুরু করবে তখন জীবজন্তু, গাছ-পালা হতে প্রত্যেকের এক একটি জোড়া (নর-মাদী) কিশ্তীতে তুলে নাও; যাতে সকলের বংশ বাকী থাকে। মহান আল্লাহ বলেন- যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন,উপরের দু’আ পড়তে বলেন।কিশ্তীতে বসে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, যেহেতু তিনি যালেমদেরকে শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে মেরে তাদের হাত হতে তোমাকে পরিত্রাণ দিলেন। আর কিশ্তী নিরাপদে তীরে ভিড়ার জন্যও দু’আ করবে ও বলবে, ‘আমাকে এমনভাবে অবতারণ কর, যা হবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।’এই সঙ্গে সেই দু’আও পাঠ করা উচিত, যা নবী (সাঃ) যানবাহনে আরোহণ করার সময় পড়তেন। ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাযী সাখখারালানা হাযা অমা কুন্না লাহু মুকরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।’ (সূরা যুখরুফ ১৩-১৪ আয়াত)

দু’আ সমূহঃ সূরা মূমিনুন

ٱلظَّٰلِمِينَ	ٱلْقَوْمِ	فِى	تَجْعَلْنِى	فَلَا	رَبِّ
"সীমালঙ্ঘনকারী	সম্প্রদায়ের	অন্তর্ভুক্ত	আমাকে করো তুমি	তবে না	হে আমার রব
"the wrongdoers	- the people	among	place me	then (do) not	My Lord

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

হে আমার রব! আপনি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আয়াতঃ ৯৪

My Lord, then do not place me among the wrongdoing people."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর যে আযাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়।তাই এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দো’আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই যালেমদের সাথে রাখবেন না। আমাকে তাদের বাইরে রাখবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] নাবী (সাঃ) এই বলে দুয়া করতেন, "হে আল্লাহ্! যখন তুমি কোন জাতিকে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা কর তখন তার পূর্বেই তুমি আমাকে (পৃথিবী হতে) তোমার নিকট ফিতনামুক্ত অবস্থায় তুলে নিও।" (তিরমিজিঃ তাফসীর সুরা সা-দ, আহমাদ ৫/২৪৩)

দু’আ সমূহঃ সূরা মূমিনুন

ٱلشَّيَٰطِينِ	هَمَزَٰتِ	مِنْ	بِكَ	أَعُوذُ	رَّبِّ
শয়তানদের	প্ররোচনা	হ'তে	তোমার নিকট	আমি আশ্রয় চাই	হে আমার রব"
the evil ones (of)	suggestions (the)	from	in You	I seek refuge	!My Lord"

يَحْضُرُونِ	أَن	رَبِّ	بِكَ	وَأَعُوذُ
"আমার নিকট (শয়তান) উপস্থিত হবে	যে	হে আমার রব	নিকট তোমার	ও আশ্রয় চাই আমি
"they be present with me	Lest	!My Lord	in You	And I seek refuge

﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾
﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾

“হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে তোমার আশ্রয় চাই৷ এমনকি হে ! পরওয়ারদিগার, সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও তো আমি তোমার আশ্রয় চাই” । আয়াতঃ ৯৭-৯৮

"My Lord, I seek refuge in You from the incitements of the devils, And I seek refuge in You, my Lord, lest they be present with me."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদুরপ্রসারী অর্থবহ দোআ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে এই দোআ পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্‌সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দো’আর বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও দোআটি পরীক্ষিত।

নাবী (সাঃ) শাইত্বান হতে এই বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, “আউযু বিল্লাহিস সামীইল আ’লীম মিনাশ শাইত্বানির রজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী ওয়া নাফসিহ।” অর্থাৎ, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইত্বান হতে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আবু দাউদঃ নামায অধ্যায়, তিরমিজি)

দু’আ সমূহঃ সূরা মূমিনুন

ٱلرَّٰحِمِينَ	خَيْرُ	وَأَنتَ	وَٱرْحَمْنَا	لَنَا	فَٱغْفِرْ	ءَامَنَّا	رَبَّنَآ
দয়াকারীদের	অতি উত্তম	আর তুমিই	ও আমাদের উপর দয়া করো	আমাদেরকে	তাই ক্ষমা করো	আমরা ঈমান এনেছি	হে আমাদের রব"
those who show mercy (of)	best (are)	and You	and have mercy on us	us	so forgive	We believe	!Our Lord"

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

হে আমাদের রব!আমরা ঈমান এনেছি,আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুনা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল। আয়াতঃ ১০৯

'Our Lord, we have believed, so forgive us and have mercy upon us, and You are the best of the merciful.'-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ আল কুর’আনে বর্নিত আল্লাহর পছন্দনীয় একদল ভালো মুমিন বান্দার ক্ষমা প্রার্থনার কথা এই দু’আর মধ্য বর্নিত হয়েছে।

ٱلرَّٰحِمِينَ	خَيْرُ	وَأَنتَ	وَٱرْحَمْ	ٱغْفِرْ	رَّبِّ
দয়াকারীদের	উত্তম	আর তুমিই	আর দয়া করো	ক্ষমা করো	হে আমার রব"
those who show mercy (of)	Best (are the)	and You	and have mercy	Forgive	!My Lord"

رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّحِمِيْنَ

হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।আয়াতঃ ১১৮

"My Lord, forgive and have mercy, and You are the best of the merciful."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ আসল সফলতা পরকালের সফলতা; যা একমাত্র ঈমানদাররাই লাভ করবে। পৃথিবীর ধন-সম্পদের আধিক্য নয়; যা বিনা কোন পার্থক্যে মুসলমান ও কাফেরদল সকলেই পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাঁর রাসূল সা কে এইভাবে দু’আ করার কথা জানাতে বলেছেন।

جزاكم الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com